সাহিত্য সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমর

সংকলন ও বিন্যাস
ড. সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

॥ সূচিপত্র ॥

বাঙালি সংস্কৃতির সংকট	২৫
একুশে ফেব্রুয়ারি ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ	৩২
ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন	৩৫
রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি	৪২
মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৪৫
বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ	৪৮
নজরুল ইসলাম অহিফেন	৫৩
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	৫৯
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা	৬৯
শিল্পী-সাহিত্যিকের সমাজ-চেতনা ও সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্য	৭৪
গণসাহিত্য	১০২
ভাষা, শ্রেণি ও সমাজ	১০৬
সমাজ পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক সংগ্রাম	১১৮
সাম্প্রদায়িকতা	১২৩
সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাষ্ট্র	১৩২
মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি	১৩৯
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	১৫৪
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণিগত ভূমিকা	১৬২
সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি	১৭৭
ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ক্ষমতা দখল ও হস্তান্তর	১৮৫
তেভাগার লড়াই	১৯৯
সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক পটভূমি	২৪৩
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে	২৬৩
বিপ্লবী তত্ত্বের সমস্যা	২৯৭
মার্কসীয় দর্শন	৩১০
মাও সে তুঙ-এর ঐতিহাসিক অবদান ও তাঁর শিক্ষার বর্তমান গুরুত্ব	৩৩৫
সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	৩৩৮
ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদের উল্লম্ফনের ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৫৪
যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ অর্থনীতি ও বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিস্তার	৩৬৮
অক্টোবর বিপ্লব ও পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ	৩৭২

॥ বাঙালি সংস্কৃতির সংকট ॥

বাঙালিত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাসৃষ্ট। উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হল, মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা ততই সরে আসার চেষ্টা করল বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হল বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালি এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক কাজেই তারা বাঙালি হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কখনও খুব বেশি তীব্র আকার ধারণ করত না। হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজেদেরকে সমভাবে বাঙালি মনে করলে ধর্মীয় বিরোধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসত। কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করল এবং তার ফলে মুসলমানেরা বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুধু দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করল। কারণ তাদের মতে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বাঙালি সংস্কৃতির দ্বারা তাদের মুসলমানত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তাধারা আজ নতুন নয়। এর উৎপত্তি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকালে। এ সময় তিনটি সংস্কৃতির ধারা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিকে গঠন করতে শুরু করে। এদের প্রথমটি দেশজ, দ্বিতীয়টি ইসলাম ধর্ম ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য-উদ্ভূত এবং তৃতীয়টি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দেশজ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপনের ফলে সৃষ্টি হয় অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যেগুলির দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী অথবা সুফলপ্রসূ হল না। এর প্রধান কারণ একদিকে তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হিন্দুদের প্রতি বিরূপতা। মুসলমান নবাব বাদশা এবং আমীর-ওমরাহ্‌দের পতনের পর অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে এ সময় ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ দেখা দেয়। এর ফলে তারা হয়ে ওঠে একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু বিদ্বেষী। ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চত্য

শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে দেখার চেষ্টার মধ্যেই 'আমরা বাঙালি না মুসলমান?' এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তাধারার বিকাশ।

॥ দুই ॥

'আমরা বাঙালি না মুসলমান?' এ প্রশ্ন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মনকে কিছুদিন থেকে আলোড়িত করে এলেও আজ সেটা আবার অল্পসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে নতুন করে দেখা দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি? —এ প্রশ্ন তত্ত্বগতভাবে মোটেই অর্থপূর্ণ নয়। অর্থাৎ সোজা কথায় এটা নিতান্তই একটা অর্থহীন প্রশ্ন।

প্রশ্নটির যথার্থ চরিত্রকে বোঝার জন্য অন্য কতকগুলি প্রশ্নের সাথে তার তুলনা এবং সাদৃশ্য বিচার করা প্রয়োজন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি বাঙালি, না মৎস্যভোজী, না সঙ্গীতমোদী, না বিশ্বশান্তিকামী?' তাহলে প্রশ্নকারীকে অনেকেই অস্বচ্ছ চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন। এবং সে অভিযোগ ন্যায়সঙ্গতই হবে। কারণ এটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই যে একজন বাঙালির পক্ষে মৎস্যভোজী, সঙ্গীতমোদী এবং বিশ্বশান্তিকামী হওয়ার পথে কোনো বাধা বিপত্তি নেই। এজন্য অর্থপূর্ণভাবে একজনকে মৎস্যভোজী, সঙ্গীতমোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালি হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভব। অর্থাৎ মৎস্যভোজন, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালি হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভব। অর্থাৎ মৎস্যভোজন, সঙ্গীত-শ্রবণ এবং বিশ্বশান্তি কামনার দ্বারা তাঁর বাঙালিত্ব খর্ব হয় না। এটা হয় না তার কারণ এ কাজগুলির মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অথবা বিরোধ নেই। এদের একটির জন্য অন্যটিকে তাই বর্জন করার প্রয়োজন হয় না। 'আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা বলা যেতে পারে।

অপর এক জাতীয় প্রশ্নের সাথে এ প্রশ্নটির তুলনা করলে এ বিষয়ে বক্তব্য আরও কিছু স্পষ্ট হবে। কোনো ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না অন্য কিছু?' তাহলে সে প্রশ্নের জবাব হবে একটি : হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা খ্রিস্টান অথবা অন্য কিছু। কিন্তু এর জবাবে এ কথা বলা চলে না যে আমরা

হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান। কেউ সে রকম জবাব দিলে সেটা অর্থবোধক হয় না। কারণ কোনো ব্যক্তি একই সাথে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি হতে পারেন না। তিনি হিন্দু হলে তাঁর পক্ষে মুসলমান অথবা খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব নয়। আবার মুসলমান হলে তিনি হিন্দু অথবা খ্রিস্টান হতে পারেন না। এগুলি বিভিন্ন ধর্মমত, কাজেই এক্ষেত্রে এক মত পোষণ করলে অন্য মতকে বর্জন এবং পরিত্যাগ করতে হবে। কাজেই 'আমরা হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান?' এ প্রশ্নের একটা সোজাসুজি উত্তর পাওয়া সম্ভব এবং সে উত্তর দানকালে একটিকে বেছে নিয়ে অন্যগুলিকে বর্জন না করলে প্রশ্নটির কোনো যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরের প্রশ্ন বিচার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'আমরা কি বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এ প্রশ্নটির সাথে 'আমরা কি মুসলমান, না হিন্দু না খ্রিস্টান?' এ প্রশ্নের চরিত্রগত প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত প্রশ্নটি সত্য অর্থে প্রশ্নই নয়। কারণ তার মধ্যে 'বাঙালি', 'মুসলমান' এবং 'পাকিস্তানি' এই তিনটি শব্দকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে ব্যবহার করা হলেও আসলে সেগুলি মোটেই পরস্পরবিরোধী নয়। বাঙালি, মুসলমান এবং পাকিস্তানির মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব নেই অর্থাৎ একই ব্যক্তি পাকিস্তানি, বাঙালি, মুসলমান হিসেবে নিজের পরিচয় স্বচ্ছন্দে এবং অর্থপূর্ণভাবে দিতে পারেন। এটা পারেন বলেই 'আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এ প্রশ্ন অর্থহীন, যেমন অর্থহীন 'আমরা কি বাঙালি, না মৎস্যভোজী, না সঙ্গীতমোদী, না বিশ্বশান্তিকামী?' এ প্রশ্ন।

উপরের দুই জাতীয় প্রশ্নের মধ্যে মৌলিক চরিত্রগত প্রভেদ থাকলেও 'আমরা বাঙালি, না মুসলমান, না পাকিস্তানি?' এ প্রশ্নটি করার সময় প্রশ্নকারীরা ধরে নেন যে তাঁদের প্রশ্নের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ পরস্পরবিরোধী, কাজেই একটিকে গ্রহণ করলে অন্যগুলিকে বর্জন না করে সেটা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন বাঙালি হলে মুসলমান অথবা পাকিস্তানি হওয়া চলে না। এই ভুল ধারণা নিয়ে শুরু করার ফলে তাঁদের সমস্ত চিন্তা এবং যুক্তিই ভুল পথে চালিত হয়।

॥ তিন ॥

কিন্তু বাঙালি বলতে কাদেরকে বোঝায়? এর উত্তর খুবই সহজ। বাংলাদেশের যে-কোনো অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্য নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে, তারাই বাঙালি। কাজেই কে কোন্ ধর্মাবলম্বী সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে-কোনো ধর্মাবলম্বী লোকই যদি বাংলাদেশে বসবাস করে, বাংলায় কথা বলে, বাংলার আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে সাধারণভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তাহলে

তাকে বাঙালি বলার অথবা তার নিজের পক্ষ থেকে বাঙালি হিসাবে পরিচিত হওয়ার কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ কথাও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ বোধ করেন। এই দ্বিধা এবং সঙ্কোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসলমানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সহজে প্রস্তুত হয় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ কথা সত্য ছিল এবং এখনও পূর্ব বাংলার অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে এ সংশয় এবং প্রশ্ন রীতিমতো জাগ্রত। তাঁদের ধারণা আমার বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় দিলে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় ইসলাম-বিরোধিতা করে বসব। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেটা অন্যান্য দেশ এবং জাতির ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে।

॥ চার ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানি দ্বিধাবিভক্ত হয়। ফলে তার পূর্ব অংশ হয় কম্যুনিস্ট এবং পশ্চিম অংশ হয় পশ্চিমী গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জার্মানির এই দুই অংশভুক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, তারা বিশেষ অর্থে পরস্পরবিরোধী জীবনদর্শনের জন্য তাদের এক অংশ নিজেকে জার্মান এবং অপর অংশ নিজেকে অ-জার্মান বলে মনে করে না। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রভুক্ত হলেও জার্মানির বিভিন্ন অংশের অধিবাসী, জার্মান ভাষায় তারা কথা বলে এবং জার্মানির ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে। এক্ষেত্রে উভয় অংশের আর্থিক জীবন স্বতন্ত্র হলেও তাদের পক্ষে নিজেদেরকে জার্মান বলে পরিচয় দেওয়ার কোনো অসুবিধা হয় না। কম্যুনিস্ট পূর্ব জার্মানির সরকার অথবা লোকেরা এ কথা ভাবে না যে পূর্ববর্তীকালে যারা জার্মান সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তাঁরা কম্যুনিস্ট ছিলেন না, ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত; কাজেই তাঁদের সৃষ্টিকার্য বর্তমান পূর্ব জার্মানির ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। উপরন্তু তারা পূর্ববর্তীদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জার্মানির ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে আজ সচেষ্ট। জার্মানির সাথে বাংলাদেশের তুলনা সে দিক দিয়ে অনেকখানি প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশও বিভক্ত হয়ে দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এই দুই অংশের অধিকাংশ অধিবাসীদের ধর্মও স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির অধিবাসীরা যে ভয় কোনো সময়েই করে না সেই ভয়ে আমরা অহরহ আড়ষ্ট এবং আতঙ্কিত।

পূর্ব পাকিস্তানি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের ধারণা যে বাঙালি হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলে ধর্ম নাশ হবে, তাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদ শিথিল হবে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সংকট সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারসাম্যের এই অভাবই

তাদের সৃষ্টিহীনতার জন্যে অনেকাংশে দায়ি। এ কারণেই তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিতা উত্তীর্ণ হয়ে দিক নির্ণয় করতে আজ পর্যন্ত সমর্থ হয়নি।

॥ পাঁচ ॥

শুধু জার্মানি নয়, পৃথিবীর অপরাপর বহু দেশই সাম্রাজ্যবাদের মহিমায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং তাদের দুই অংশের মধ্যে আর্থিক জীবন এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উভয়পক্ষই নিজেদেরকে আইরিশ, ভিয়েৎনামি কোরিয় ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ বোধ করে না। শুধু তারাই নয়, বাংলাদেশের মতো পাঞ্জাব প্রদেশও দেশ বিভাগের সময় দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং তার এক অংশ হয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানি পাঞ্জাবের অধিবাসীরা পাঞ্জাবি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কোনো প্রকার সঙ্কোচ অথবা দ্বিধাবোধ করে এর প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীরা সকলেই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবি হিসাবে পরিচিত এবং তাদের এই পরিচয় দানের ফলে তাদের ধর্মনাশ হচ্ছে আর তারা রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ধ্বংস করছে এ অভিযোগ কেউ করছে না। এ বাধা-নিষেধ এবং চিন্তার বিকৃতি একমাত্র বাঙালিদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে এবং এর জন্য বাঙালিরা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ি। শত শত বছর ধরে একই দেশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের পক্ষে সেই দেশ এবং তার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা 'বাঙালি মুসলমান' ছাড়া অন্য কেউ কখনো করেছে অথবা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে তার কোনো উদাহরণ নেই। এটাই অন্যতম কারণ যার জন্যে বাঙালি মুসলমানেরা আজ পর্যন্ত নিজেদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি এবং তার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কোনো সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়নি।

ইংরেজি ভাষাভাষী লোকেরা—হোক তারা ইংরেজ, আমেরিকান, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান বা অন্য কিছু—যে এক সাধারণ সাংস্কৃতিক ধারার অন্তর্গত এ কথা তারা অস্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, এই স্বীকৃতির দ্বারা তারা যে নিজেদের রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে এ চিন্তা তাদের মনেও আসে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কেউ যদি বলে যে আমরা পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা সাধারণভাবে একই সাংস্কৃতিক ধারার এবং ঐতিহ্যের অন্তর্গত তাহলে তখনই অনেকের মনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রশ্ন ওঠে। তারা তৎক্ষণাৎ মনে করে যে এই স্বীকারোক্তি দ্বারা আমরা ইসলাম এবং পাকিস্তানকে অস্বীকার এবং ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সঙ্গীতচর্চার জন্যে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ করার যে কোনো প্রয়োজন নেই এ কথা তাদেরকে বোঝাবে কে?